উপজেলা উপ-নির্বাচনে গাড়ি ভাংচুর, ছয় সাংবাদিক আহত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা উপ-নির্বাচনে সাংবাদিকদের গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। এতে ছয় সাংবাদিক আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার দুলালপুর কেন্দ্রর সংবাদ ও ছবি সংগ্রহে গিয়ে দুলালপুর বাজারে হামলায় শিকার হন তারা।

সূত্র জানায়, আহতরা হলেন সাংবাদিক ইমতিয়াজ আহমেদ জিতু, আশিকুরর রহমান, জহিরুল হক বাবু, বাপ্পি, বিপ্লব ও গাড়ি চালক। নৌকা প্রতীকের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান চৌধুরীর সমর্থকরা সাংবাদিকদের উপর হামলা করে বলে জানান আহত সাংবাদিকরা।

স্থানীয় সংবাদকর্মী মাহফুজ নান্টু জানান, আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একজনের অবস্থা খুবই খারাপ।
এ বিষয়ে জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, হামলার বিষয়ে অবগত হয়েছি। দুলালপুর কেন্দ্রে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্বপ্ন হলো সত্যি, দৃশ্যমান পুরো পদ্মা সেতু

স্বপ্ন হলো সত্যি। সবশেষ স্প্যান (৪১তম) বসিয়ে জুড়ে দেওয়া হলো পদ্মার দুই পাড়। এর মধ্যদিয়ে শেষ হলো দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ সেতুর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলো দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯টি জেলা।

এখন সড়ক ও রেলের স্প্যান বসানো সম্পন্ন হলে চলাচল শুরু হবে গাড়ি ও রেল। ধারণা করা হচ্ছে আগামী বছরের ডিসেম্বরে স্বপ্নের এ সেতু চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বহুমুখী এ সেতু হবে দোতলা। পদ্মাসেতুর মূল কাঠামো স্টিলের, যা স্প্যান নামে পরিচিত। এই স্প্যানের ওপর কংক্রিটের প্রলেপ দিয়ে রাস্তার কাঠামো তৈরি করা হবে; যার ওপর দিয়ে যানবহন চলাচল করবে।

ইতোমধ্যে, রেলওয়ের ১ হাজার ৫শ টির বেশী স্ল্যাব বসানো হয়েছে। প্রায় শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে ৫৫ কিলোমিটার হাইওয়ে এক্সপ্রেসেরও।

বৃহস্পতিবার মূল সেতুর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারে ৪১তম এই স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে ৬.১৫ কিলোমিটার পদ্মা সেতু।

এছাড়াও সেতুর ২ হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্লাবের মধ্যে ১ হাজার ৪১টির বেশি রোড স্ল্যাব বসানো হয়েছে। আর ২ হাজার ৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাবের মধ্যে এখন পর্যন্ত বসানো হয়েছে ১ হাজার ৫০০টির বেশি।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় পদ্মা সেতু। এরপর একে একে বসানো হয় সবগুলো স্প্যান।

মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে দেশটির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন।

দুটি সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণ করেছে বাংলাদেশের আবদুল মোমেন লিমিটেড।

সর্বনাশা পরকীয়া, তিন বছর পর জানা গেল শহিদুলের মৃত্যুরহস্য!

২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন কুষ্টিয়ার কুমারখালীর শহিদুল ইসলাম (৪৭) নামে এক গরু ব্যবসায়ী। পরদিন মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার

চীবর গ্রামে একটি ফাঁকা জমিতে তার লাশ পায় পুলিশ। এ সময় লাশটি গলা ও দুই পায়ের রগ কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ পরিচয় জানতে না পেরে লাশটিকে অজ্ঞাত দেখিয়ে একটি মামলা করেন শ্রীপুরের ১ নম্বর গয়েশপুর ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস।

এ ঘটনার তিন বছর পর খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অপহরণ মামলার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ এই খুনের রহস্য উদঘাটন করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার ডিআইজি শেখ নাজমুল আলম বলেন, অপহরণ মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর গত ২২ নভেম্বর কুমারখালী থেকে রোজিনা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে রোজিনা হত্যার কথা জানিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। এখন আমরা আদালতে করা অপহরণ মামলাটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়ে দেব এবং মাগুরার শ্রীপুর থানায় হওয়া হত্যা মামলাটি পুনর্জীবিত করার আবেদন করব।

জানা যায়, এক বছরের বেশি সময় ছেলের কোনো খোঁজ না পেয়ে শহিদুলের মা তমিরুন নেসা বাদী হয়ে কুষ্টিয়ার আদালতে একটি অপহরণ মামলা করেন। মামলায় শহিদুলের মৃত শ্যালক মোতাহারের স্ত্রী রোজিনা বেগম, তার বাবা জব্বার শেখ ও মা মতিরন নেসাকে আসামি করা হয়। আদালত ২০১৯ সালের ৫ মার্চ মামলাটি থানাকে নিয়মিত মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এরপর পুলিশ সদর দফতর ওই বছরের ৫ নভেম্বর অপহরণ মামলাটি সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেয়।

সিআইডির তদন্ত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শহিদুলের শ্যালক মোতাহারের সঙ্গে রোজিনা বেগমের বিয়ে হয়। মোতাহারের ভালো ঘর না থাকায় সে বউ নিয়ে দুলাভাই শহিদুলের বাড়িতেই ছিলেন। এ সময় শ্যালকের বউয়ের প্রেমে পড়েন শহিদুল। বিষয়টি জানাজানি হলে মোতাহার তার স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি করে থাকা শুরু করেন। তবে এর কয়েক বছর পর মোতাহার মারা যান। এর মধ্যে শহিদুলের স্ত্রীও মারা যান। তখন শহিদুল শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়মিত করার চেষ্টা করেন। তাকে বিয়েও করতে চান। তবে সম্পর্ক থাকলেও শহিদুলকে বিয়ে করতে রাজি হননি রোজিনা। এদিকে তার গ্রামে এই সম্পর্ক নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

পরবর্তীতে রোজিনা তার বাবার বাড়িতে চলে যান। তবে শহিদুলের সঙ্গে রোজিনার যোগাযোগ ছিল। কয়েকমাস পর রোজিনা ঢাকার মানিকগঞ্জে

চলে আসেন। আকিজ গ্রুপে কাজ নেন। সেখানে মোমিন নামে একজনের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক হয়। মোমিনের গ্রামের বাড়ি মাগুরার শ্রীপুরে। তাকে বিয়ে করেন রোজিনা। তবে এরপরও শহিদুল তাকে ফোন করতেন। পরে মোমিন ও রোজিনা পরিকল্পনা করেন শহিদুলকে হত্যা করার। এরপর তারা দু’জন ঢাকা থেকে মাগুরার শ্রীপুরে চলে যান।

রোজিনা শহিদুলকে ফোন করে জানান, তিনি তাকে বিয়ে করবেন। ২০১৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর রাতে বিয়ের কথা বলে শ্রীপুরে নিয়ে যাওয়া হয় শহিদুলকে। শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজার থেকে এক কেজি মিষ্টি কেনেন শহিদুল। ওই বাজারে আগে থেকেই শহিদুলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন রোজিনা ও মোমিন। তারা দু’জন শহিদুলকে একটি খোলা মাঠ থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে যান।

দূরের আলো দেখিয়ে রোজিনা শহিদুলকে বলেন, ‘ওই বাতিজ্বলা বাড়িটি আমার বান্ধবীর, সেখানে যাব।’ এরপর খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে যান। মাঠের কিছু দূর যাওয়ার পর রোজিনা ও মোমিন মিলে শহিদুলকে জাপটে ধরেন। প্রায় আধাঘণ্টা তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এরপর শহিদুল ক্লান্ত হয়ে গেলে রোজিনা তার বুকের ওপরে উঠে বসে দুই হাত চেপে ধরেন। এক পর্যায়ে মোমিন চাকু দিয়ে গলায় একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন। মৃত্যু নিশ্চিত করতে তার হাত পায়ের রগ কেটে দেন মোমিন। ধস্তাধস্তির সময় চাকুর আঘাতে মোমিন ও রোজিনারও হাত কেটে যায়। তাই তারা বাড়িতে গিয়ে জানান, ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিলেন।

পরের দিন শ্রীপুর থানা পুলিশ অজ্ঞাত হিসেবে শহিদুলের লাশ উদ্ধার করে। ধারণা করা হয়েছিল চরমপন্থিরা তাকে হত্যা করেছে। একটি হত্যা মামলা হলেও থানা পুলিশ তদন্তের কোনো কূলকিনারা না করতে পারায় হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। লাশ অজ্ঞাত হিসেবেই থাকে। কারণ ওই এলাকায় শহিদুলকে কেউ চিনতে পারেনি।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই সুজিত কুমার কর জানান, তিনি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমে শহিদুলের সর্বশেষ অবস্থান কোথায় ছিল তা শনাক্তের চেষ্টা করেন। প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি জানতে পারেন, সর্বশেষ অবস্থান ছিল মাগুরার শ্রীপুরের লাঙ্গলবাদ বাজারে। রোজিনারও অবস্থান ছিল একই এলাকায়। এরপর তারা রোজিনাকে ঢাকার আশুলিয়া থেকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যে গত ৭ ডিসেম্বর নরসিংদীর মাধবদী উপজেলা থেকে মোমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনিও হত্যার

কথা স্বীকার করেছেন।

‘বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথেই নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন খালেদা জিয়া’

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ ধরেই বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

রোকেয়া দিবসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

বিবৃতিতে ফখরুল বলেন, বেগম রোকেয়া নারী সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বৈপ্লবিক। তিনি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীর ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাবলম্বিতা গুরুত্বপূর্ণ। সংসার, সমাজ ও অর্থনীতি জীবনের এই তিনটি ক্ষেত্রে নারীকে স্বায়ত্ত্বশাসিত ও আত্মমর্যাদাশীল হতে তিনি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর এ জন্য তিনি বিশ্বাস করতেন নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করতে রোকেয়া সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। জিয়াউর রহমান বীর উত্তম নারীদেরকে চার দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে এনে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বেগম রোকেয়ার পথই আজকের নারী সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। আজকে এই দিনে আমি মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নারী সমাজকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

সাংবাদিক কনক সরওয়ারের ইউটিউব কনটেন্ট বন্ধের নির্দেশ

বিদেশে থাকা সাংবাদিক কনক সরওয়ারের ইউটিউব কনটেন্ট বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ বীর বিক্রমের এক সাক্ষাৎকার প্রচারের ঘটনায় এই নির্দেশ দিলেন হাইকোর্ট।

ওই সাক্ষাৎকারে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীর রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মো. মাহমুদ হাসান তালুকদারের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক।

আজ দুপুরে চরমোনাই পীরের জরুরি সংবাদ সম্মেলন

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

আজ দুপুর ১২টায় পুরানা পল্টনের সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জাতির পিতার ভাস্কর্যের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেয়ায় দেশের তিন আলেমের বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রদ্রোহের’ অভিযোগে মামলাসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার এই সংবাদ সম্মেলন।

পদ্মায় ফেরি চালকের বুদ্ধিতে রক্ষা পেল ১৯ যানবাহন, বাঁচল ৪ শতাধিক প্রাণ

“ফেরির তলা ফেটে যাওয়ার পর বুঝলাম হাতে সময় কম। যেকোনও সময় ডুবে যাইতে পারে। পরে তাড়াতাড়ি করে ঘাটে সব যাত্রীবাহী গাড়ি আনলোড করি। কাউকে কিছু বুঝতে দেই নাই।”

পদ্মা নদীতে একটি দুর্ঘটনা কবলিত ফেরি ঘাটে এসে ডুবে যাবার আগে কীভাবে সাহসিকতার সাথে ফেরিটিতে থাকা ১৯টি যানবাহন ও বহু যাত্রীকে রক্ষা করেছেন, সেই বর্ণনা দিচ্ছিলেন চালক ফজলুল করিম।

ফেরিটিতে ফজলুল করিমের পদবি ইনচার্জ মাস্টার।

রাণীগঞ্জ নামের এই ফেরিটি একটি ডাম্ব ফেরি। অর্থাৎ এই ফেরিনৌকার নিজস্ব এঞ্জিন নেই, যানবাহন ওঠানোর পর অন্য একটি শক্তিশালী জাহাজ ফেরিটিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

ব্রিটিশ শাসনামলে এই মডেলের ফেরিগুলোর প্রচলন হয়। যার কিছু এখনও পদ্মা নদীতে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তের মধ্যে চলাচল করে।

রাণীগঞ্জ ফেরিটির বয়স অন্তত ষাট বছর হবে বলে জানা গেছে।

রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফেরিটি ৭টি ট্রাক, ৫টি যাত্রীবোঝাই বাস ও ৭টি ছোট গাড়ি নিয়ে মাওয়ার শিমুলিয়া ঘাট থেকে ছেড়ে যায় ফেরিটি। পাশেই চলছে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ।

ফেরিটিতে যাত্রী ও কর্মীসহ চার শতাধিক মানুষ ছিল।

রাত এগারোটার দিকে পদ্মা সেতু সংলগ্ন হাজরা চ্যানেলের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর সেতু স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত ড্রেজারের পাইপের সাথে প্রবল বেগে ধাক্কা খায় ফেরিটি।

শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফজলুল করিম দেখতে পান ফেরির তলা ফেটে প্রবল বেগে পানি প্রবেশ করছে।

প্রাথমিকভাবে সাব মার্সিবল পাম্প দিয়ে পানি নিষ্কাশনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বুঝতে পারেন হাতে সময় কম। যেকোনও সময় ফেরি ডুবে যেতে পারে।

এমন অবস্থায় ফেরির কর্মচারীদেরকে তিনি দায়িত্ব দেন বালি, কম্বল যা কিছু আছে সেগুলো দিয়ে যতোটা সম্ভব পানি প্রবেশ ঠেকাতে।

এরপর তিনি দ্রুত গতিতে ঘাটের দিকে রওনা হন।

তখনও ঘন কুয়াশা না পড়ায় ২০ মিনিটের মধ্যে বাংলাবাজার ঘাটে পৌঁছে যায় ফেরিটি।

ততোক্ষণে ফেরির ওপরে পানি উঠতে শুরু করেছে বলে জানান ফজলুল করিম।

কিন্তু তিনি কোনও যাত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জানাননি।

একে একে সব গাড়ি আনলোড করার পর তিনি ঘাটের উল্টো পাশেই ফেরিটি নোঙর করেন।

ফেরির কর্মী ও পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা পানি নিষ্কাশনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

মধ্যরাতে সম্পূর্ণ ফেরিটির নব্বই শতাংশ ডুবে যায়।

“আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা এটাই প্রথম। আমার মাথাতে এটাই ছিল যে ঘাবড়ানো যাবে না। আমি ধৈর্য হারাই নাই আর জাহাজের কোনও যাত্রীকে বুঝতে দেই নাই যে এই ঘটনা ঘটেছে। কেউ বুঝেও নাই, কতো বড় বিপদ থেকে আল্লাহয় আমাদের বাঁচাইছে,” বলছিলেন ফজলুল করিম।

ফেরিটি এখনও নদীর কিনারে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় আছে।

ফেরিটি তুলে আনার জন্য ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী জাহাজ নির্ভীক কাজ করছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেছেন ফজলুল করিম।

মুজিবনগরে জাতীয় চার নেতার ভাষ্কর্যের অনার বোর্ডে ভুল তথ্য

মেহেরপুরের মুজিবনগর বাংলাদেশ স্বাধিনতার সুতিকাগার। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন হয় এই মুজিবনগর আম্রকাননে। মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিতর স্বাধিনতার ইতিহাস তুলে ধরার জন্য ২০০৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সময় নিয়ে শতকোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় বিভিন্ন ভাষ্কর্য। সেখানে জাতীয় চার নেতার ভাষ্কর্যের অনার বোর্ডে দেওয়া হয়েছে ভুল তথ্য। অনার বোর্ডে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে দেখানো হয়েছে এএইচএম কামরুজ্জামান ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে দেখানো হয়েছে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী হিসেবে। দির্ঘ ৯ বছর ধরে এমনই ভুল তথ্য শোভা পাচ্ছে অনার বোর্ডে।

মুজিবনগর কমপ্লেক্মে বেড়াতে আসা জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফুল ইসলাম জানান, এই ধরনের মারাত্মক ভুলে ইতিহাস বিকৃতি করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের যারা এই জাতীয় চার নেতার অবয়বের সাথে পরিচিত নয় তারা এই ভাষ্কর্য দেখে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধা মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরের বাসিন্দা আবুল কাসেম মাস্টার জানান, যারা অনার বোর্ডে লিখেছেন তাদের চোখে এ ভুল ধরা না পড়াটা আক্ষেপের। এতো বছর ধরে কারও চোখে পড়ল না। আর যদি চোখে পড়েও থাকে তারপরও সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নেয়নি কতৃপক্ষ। এটা আরও হতাশাজনক।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার জানান, যেহেতু এটা গণপুর্ত বিভাগ দেখাশুনা করে। তারপরও আমরা উপজেলা প্রশাসন থেকে সংশোধনের আবেদন করবো।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি করোনায় আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবুল খায়ের আজ সোমবার (০৭ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমক এই তথ্য নিশ্চিত করেছন।

আবুল খায়ের জানান, গতকাল রোববার রাতে পরীক্ষার প্রতিবেদনে শিক্ষামন্ত্রীর করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। বর্তমানে তিনি বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। শারীরিক কোনো জটিলতা নেই।

এর আগে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। তিনিও বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-৩ আসনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে সংসদ সদস্য হন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার বাংলাদেশের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি দশম সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ২০তম জাতীয় সম্মেলনে তিনি আবার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একাদশ সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হওয়ার পর তিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান।

ধোলাইপাড়ে ভাস্কর্য হবেই: ওবায়দুল কাদের

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলাকারীদের চরম মূল্য দিতে হবে

উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, উপযুক্ত প্রমাণ পেলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। রাজধানীর ধোলাইপাড়ে নির্মাণাধীন ভাস্কর্যের কাজ চলবে। ভাস্কর্য হবেই।

সোমবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।